হলিউড সেরা দশ নায়িকা

কণিকা বিশ্বাস

হলিউড। শোবিজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এবং সব আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। মেধা ও প্রযুক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটে এখানে। তাই প্রতিবছর এখান থেকে বেরিয়ে আসে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ সিনেমাগুলো। সে জন্যই সারা পৃথিবীর বিনোদন-সচেতন মানুষের আগ্রহ থাকে এই ছোট শহরটির দিকে। কারা, কখন এখানকার রূপালি পর্দার সবচেয়ে উঁচু তারকার আসনে থাকেন? কখন কার পতন হয়? এসব কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যই প্রতিবছর এখানে রেটিং করা হয়। প্রকাশ করা হয় শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতম তারকাদের তালিকা। এ বছর জুনেও প্রকাশ করা হয়েছে সে ধরনের একটি তালিকা। যেখানে এ মুহূর্তে হলিউডের শ্রেষ্ঠ দশজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর স্থান হয়েছে। তারা হচ্ছেন-

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

কেরিয়ারের শুরু থেকেই অসাধারণ মুখশ্রী এবং আবেদনময়ী শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন অ্যাঞ্জেলিনা। আলেকজান্ডার লারা ক্রফট টুম্ব রাইডার বা গার্লস ইন্টারাপটেডের মতো ছবিতে নিজের অভিনয় দক্ষতাও সমানভাবে প্রমাণ করেছেন। এই গ্রীষ্মে অভিনেতা ব্র্যাড পিটের সঙ্গে 'মি. এন্ড মিসেস স্মিথ' নামের বিগ বাজেট ছবি মুক্তি পেয়েছে। তারা এখানে ভাড়াটে খুনি দম্পতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবির কাহিনী এবং পর্দার বাইরে ব্র্যাড পিটের সঙ্গে তার রোমান্স দুটো নিয়েই বেশি মাতামাতি চলছে। যা তাকে তুলে এনেছে সেলিব্রেটিদের এক নম্বরে। এছাড়াও পিপল, এসকোয়রার অব এফ এইচএম ম্যাগাজিনের জরিপে সর্বাধিক ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে যৌন আবেদনময়ী নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও এ সমস্ত সাফল্যের চেয়ে তিনি তার দত্তকপুত্র ম্যাডক্সকে নিয়ে পড়ে থাকতেই বেশি ভালোবাসেন। এছাড়া সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক শাখার দূত নির্বাচিত হয়েছেন।

বিশেষ চলচ্চিত্র : আলেকজান্ডার (২০০৪), স্কাই ক্যাপটেন এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব টুমরো, মার্ক টেল (২০০৪), টেকিং লাইভস (২০০৪), বিয়ন্ড বর্ডার (২০০৩)

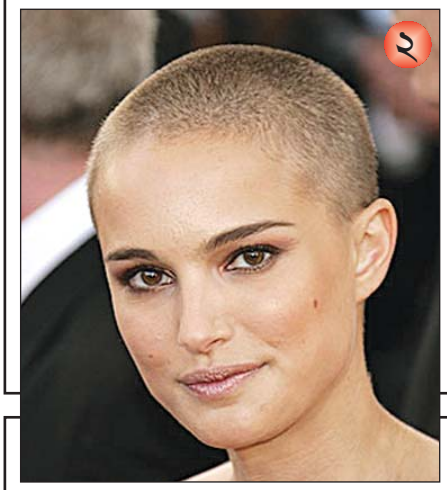

নাটালি পোর্টম্যান

শুধু সুন্দরী অভিনেত্রীই নন, গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড জয়ী এই অভিনেত্রী পাঁচটি ভাষায় সমান দক্ষ। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। সম্প্রতি অস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার 'স্টার ওয়ারস এপিসোড থ্রি'-এর কুইন এমিডালার চরিত্রের জন্যে। 'ক্লোজার' নামে আর একটি ছবিও তাকে সমান খ্যাতি এনে দেয়। এ মুহূর্তে হলিউডে সবচেয়ে ব্যস্ত নায়িকা। বর্তমানে একই সঙ্গে তার হাতে ৪টি ছবি রয়েছে। যার মধ্যে একটি বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিস গোয়াকে নিয়ে। নাটালি 'ডাইরি অব অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক'-এর নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য টোনি নমিনেশনও পান।

শ্রেষ্ঠ ছবি : ফ্রি জোন (২০০৫), স্টার ওয়ারস : এপিসোড থ্রি রিভেনজ অব দ্য সিথ (২০০৫), ক্লোজার (২০০৪), ডোরমিন ওয়ান (২০০৫)।

জেসিকা সিম্পসন

কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্সের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এ বছরের শুরুর আগে তিনি বিগ বাজেট ছবির প্রধান চরিত্রটি দখল করেছেন তাকে হারিয়ে। এই পপ গায়িকা এমটিভির একটি সফল শো করার পরপরই বড় পর্দায় আসেন। এ গ্রীষ্মে তার 'দ্য ডিউকস অব হ্যাজার্ড-এর রিমেক ডেইজি ডিউক মুক্তি পেয়েছে। দ্য ডিউকস অব হ্যাজার্ড সত্তর দশকের একটি জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ছিল। জেসিকার সুন্দর চেহারা এবং পরিচ্ছন্ন অভিনয়ের কারণে ছবিটি মুক্তির আগেই বক্স অফিসে স্থান করে নেয়। বোবা লালচুলো অভিনয় করলেও তিনি প্রমাণ করেছেন, তার আই কিউ জিনিয়াস রেঞ্জেই আছে।

শ্রেষ্ঠ ছবি : দ্য ডিউকস অব হ্যাজার্ড (২০০৫), এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, ভি এইচ ওয়ান ডিভাস (২০০৪) জিঙ্গল বেল (২০০৪)।

জি ঝিয়া

এই চাইনিজ অভিনেত্রীর ইংরেজি ছবি শুরু হয় 'রাশ আওয়ার টু' দিয়ে। ইংরেজি একদমই জানতেন না বলে জ্যাকি চ্যাঙকে তার দোভাষী হতে হয়েছিল। এই ছবির আগেই তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তার 'ক্রাউচিং টাইগার', হিডেন ড্রাগন দিয়ে। কারণ ছবিটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি শাখায় অস্কার পেয়েছিল। সিনেমার পাশাপাশি মডেলিংও করেন। এশিয়ার পেপসির ব্র্যান্ড

অ্যাম্বাসেডর। অত্যন্ত অন্তর্মুখী স্বভাবের এই অভিনেত্রী চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহিলা, যিনি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অঙ্গন দখল করছেন। কারণ তিনি বেস্ট ফাইট সিনের জন্য এমটিভি মুভি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এছাড়াও চীনের সেন্ট্রাল ড্রামা কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমায় ডাক পেয়েছেন। তার নতুন ছবি 2046। এটি একটি রোমান্টিক ড্রামা।

শ্রেষ্ঠ ছবি : মেমোয়ার্স অব এ গেইসা (২০০৫), অপরেটা টানুবি গোটান (২০০১), জেসমিন ফ্লাওয়ার (২০০৪), 2046 (২০০৪), রাশ আওয়ার টু (২০০১)।

কেটি হোমস

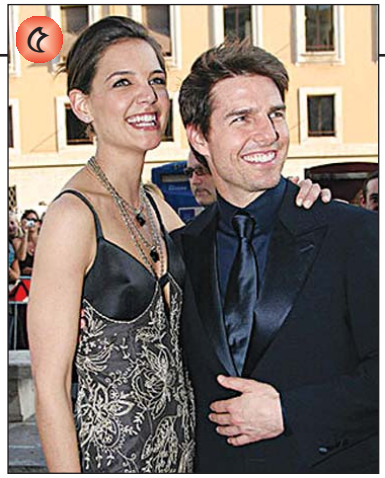

'ডসনস ক্রিক' ছবির কারণে হলিউডের কিউট গার্ল হিসেবেই পরিচিত ছিলেন এতোদিন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছে, এই কিউট গার্ল টম ক্রুজের হৃদয় জয় করেছেন। ডসনস ক্রিক ছাড়াও 'ব্যাটম্যান বিগিনস' দিয়েও অনেকের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত তার সাফল্য কয়েকটি 'বেস্ট টিন চয়েস অ্যাওয়ার্ড'-এ সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও 'দ্য গিফট' নামক থ্রিলার ছবিতে কেট ব্লানচেট ও কীয়ানু রীভসের বিপরীতে তার বস্ত্রহীন উপস্থিতিও যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। কেটি, অভিনেতা ক্রিস ক্লেইনের সঙ্গে এনগেজড হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই সেটা ভেঙে ক্রুজের প্রেমে আবদ্ধ হন। যদিও তাদের এই প্রেমে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ এই জুনে তাদের ছবি রিলিজ হয়েছে। কেটি অবশ্য স্বীকার করেছেন, তার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল টম ক্রুজের বউ হওয়া। বাস্তবে না হলেও পর্দায় তা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ছবি- ব্যাটমান বিগিন্স (২০০৫), ফাস্ট ডটার (২০০৪), পিসেস অব এপ্রিল (২০০৩), দ্য সিক্সিং ডিটেকটিভ (২০০৩), অ্যারানডন (২০০২)।

স্কারলেট জোহানসন

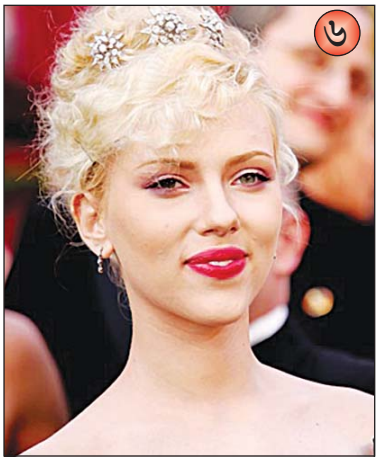

এই মুহূর্তে হলিউডের সবচেয়ে গ্লামারাস নায়িকাদের একজন। সব সময়ই তার পোশাক ও ফ্যাশন নিয়ে অতি মাত্রায় সচেতন। দ্য হর্স হুইসপারার ছবি দিয়ে হলিউডে যাত্রা শুরু। কিন্তু এখানে তার আসন পোক্ত হয় বিল মারির সঙ্গে 'লস্ট ইন ট্রানস্লেশন' ছবির মাধ্যমে। এই ছবিটি তার জন্য গোল্ডেন গ্লোব নমিনেশন এনে দেয়। এই গ্রীষ্মে তার বিগ বাজেট সায়েন্স ফিকশন ছবি 'দ্য আইল্যান্ড' মুক্তি পেয়েছে। টম ক্রুজের মিশন ইম্পসিবল্-এর পরের পার্টেও অভিনয়ের কথা ছিল। কিন্তু সময়ের কারণে সম্ভব হয়নি। অবশ্য পরবর্তী ইন্ডিয়ানা জোন্স ও উডি অ্যালেন কমেডির নায়িকা হিসেবে আমরা তাকেই পাচ্ছি। ২০০৪ নির্বাচনে তিনি জন কেরির পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠত্ব : ম্যাচ পয়েন্ট (২০০৫), ইন গুড কোম্পানি (২০০৪)। দ্য স্পঞ্জ স্কোয়ার পার্টস মুভি (২০০৪), এ গুড উম্যান (২০০৪), এ লাভ সং ফর ববি লং (২০০৪)।

কাইরা নিট্‌লে

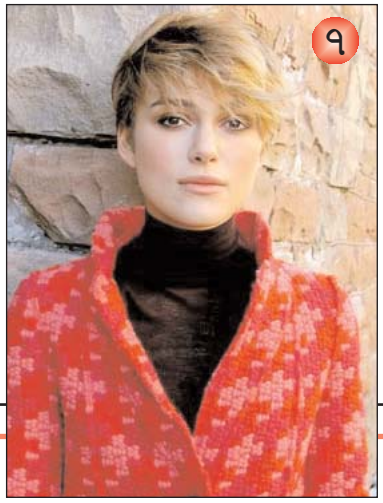

কাইরা নিট্‌লের অভিনয়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। এমন একজন নায়িকা যাকে ধরার জন্য পরিচালকরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেন। স্টার ওয়ারস ছবিতে কাস্টিং হবার আগেই এই ব্রিটিশ তরুণী ছোট ছোট চরিত্রে কাজ করতেন। কাইরা অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করেন ইংরেজি সসার ফিল্ম 'বেন্ড ইট লাইফ বেকহ্যাম' ছবির একটি চরিত্রে। তবে আমেরিকান ছবিতে তার সদম্ভ উপস্থিতি শুরু হয় জনি ডেপ ও ব্লুমের বিপরীতে পাইরেটস অব দ্য কারিবিয়ান দিয়ে। এই সামারে এই ছবিরই পরের খণ্ড পাইরেটস অব কারিবিয়ান টু: ডেড ম্যানস চেস্ট মুক্তি পাচ্ছে। কাইরা ইতিমধ্যে ছবির ৩য় খন্ডের কাজও শুরু করছেন। এছাড়াও কাইরা 'দ্য জাকেট' নামে থ্রিলার এবং প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস নামে সিরিয়াস ড্রামা সিরিয়ালে কাজ করছেন। তিনি অভিনেতা উইল লিটলের মেয়ে। চোখে ডিসলেক্সিয়ার সমস্যা আছে।

শ্রেষ্ঠত্ব : দ্য জ্যাকেট (২০০৫)। কিং আর্থার (২০০৪), লাভ অ্যাকচুয়ালি (২০০৩), পাইরেটস অব দ্য কারিবিয়ান (২০০৩), গেইজিন (২০০৩)।

লিন্ডসে লোহান

অভিনয়ের চাইতে তিনি বিখ্যাত হলিউডের বিগেস্ট পার্টি গার্ল হিসাবে। ফিল্ম কেরিয়ার শুরু করেন 'দ্য প্যারেন্ট ট্র্যাপ' এবং 'ফ্রিকি ফ্রাইডে' দিয়ে। তিনি প্রায়ই হলিউডের ট্যাবলয়েডগুলোর হেডলাইন হন পরস্পর বিদ্বেষী ঘটনার কারণে। এ বছর জুনে এই লালচুলো সুন্দরী বড় পর্দায় এসেছেন আরেকটি ডিজনি ছবি নিয়ে। অবশ্য পুরনো ছবির রিমেক এটি। যদিও ছবিটি রেটিংয়ে নিচের দিকে রয়েছে। তারপরও লিন্ডসে শ্রেষ্ঠ সেলিব্রেটি তালিকায় স্থান পেয়েছেন তার উদ্দাম জীবনের জন্য।

শ্রেষ্ঠত্ব : মিন গার্লস (২০০৪), টিন এস ড্রামা কুইন (২০০৪), ফ্রিকি ফ্রাইডে (২০০৩), গেট এ ক্লু (২০০২), দ্য পারেন্ট ট্র্যাপ (১৯৯৮)।

রাসেল ম্যাক আডামস্

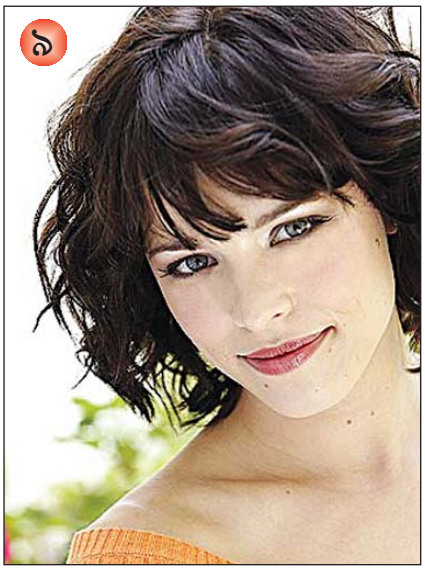

কানাডিয়ান রাসেল শুরু করেন ডিজনি সিরিস 'দ্য ফেমাস জেট জ্যাকসন' দিয়ে। প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'মিন গার্লস' ছবির প্রধান চরিত্র দিয়ে। গত বছর রাসেল ব্রিটনি স্পিয়ার্স এবং অ্যাসলি জুডকে টপকে 'দ্য নোটবুক' ছবিটিও দখল করেন। জেমস কর্নার ও রায়ান গসলিং-এর এই ছবিটি রাসেলকে পৌঁছে দেয় সেরা দশের তালিকায়। 'মিন গার্লস' ও 'দ্য নোটবুক' এই ছবি দুটি দিয়ে রাসেল এক বছরে ৫টি এমটিভি মুভি নমিনেশন পাওয়ার দুর্লভ রেকর্ড করেন। এ বছরেই তাকে টিন চয়েস অ্যাওয়ার্ডের জন্যও মনোনীত করা হয়েছে। এই গ্রীষ্মে রাসেলের ওয়েডিং ক্রাশার ছবি মুক্তি পেয়েছে। যার নায়করা হচ্ছে ভিন্স ডন এবং ওয়েন উইলসন।

শ্রেষ্ঠত্ব : দ্য ওয়েডিং ক্রাশার (২০০৫), দ্য নোটবুক (২০০৪), মিন গার্লস (২০০৪), দ্য হট চিক (২০০২), পারফেক্ট পাই (২০০২)

এক নজরে শ্রেষ্ঠ দশ সেলিব্রেটি

১. অ্যাঞ্জেলিনা জোলি- মি. এন্ড মিসেস স্মিথ
২. নাটালি পোর্টম্যান-স্টার ওয়ারস এপিসোড থ্রি- রিভেনজ অব দ্য সিথ
৩. জেসিকা সিম্পসন- দ্য ডিউকস অব হ্যাজার্ড
৪. জি ঝিয়াং- ২০৪৬
৫. কেটি হোমস- ব্যাটম্যান বিগিন্স
৬. স্কারলেট জনসন- লস্ট ইন ট্রানশ্লেশন
৭. কাইরা নিট্‌লে- পাইরেটস অব দ্য কারিবিয়ান
৮. লিন্ডসে লোহান- মিন গার্লস (২০০৪)
৯. রাসেল ম্যাক অ্যাডামস- মিন গার্লস (২০০৪), দ্য নোটবুক
১০. জেসিকা এ্যালবা- ফ্যানটাসটিক ফোর

জেসিকা এ্যালবা

এতোদিন পর্যন্ত শুধু ছোটপর্দায় এবং থ্রিল চলচ্চিত্রে ছোটখাটো রোল করতেন জোসিকা। কিন্তু জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ডার্ক অ্যাঞ্জেল-এর লিড রোল দিয়ে খবরের শিরোনাম হন প্রথমে। এর পরই বড় পর্দায় অভিনয়ে সুযোগ আসে তার জীবনে। নাচ

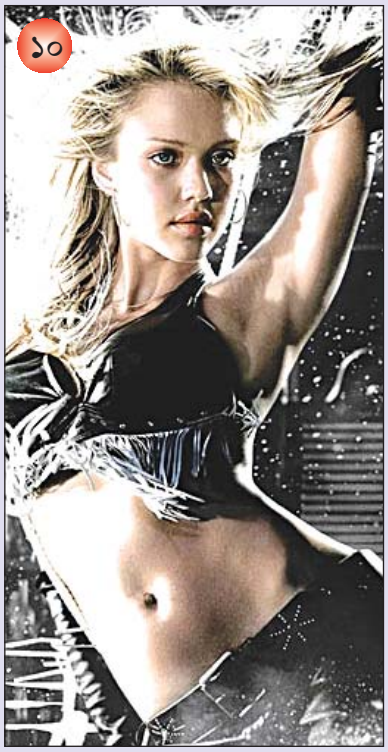

নির্ভর ছবি 'হানি' তার প্রথম ছবি। ২০০৫-এর প্রথম দিকে ক্লিভ ওয়েন, ব্রুস উইলিস এবং এলিজা উড-এর সঙ্গে আরেকটি ছবিও তাকে বেশ পরিচিতি দেয়। ছবিটির নাম 'সিন সিটি'। এই ছবির পর এই গ্রীষ্মে তার আরেকটি সফলতা আসে। সটি হচ্ছে 'ফ্যানটাসটিক ফোর'। বিগ বাজেটের এই নতুন ছবিতে জেসিকা অদৃশ্য মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। তার হাতে অপেক্ষমাণ আরো দুটি ছবি রয়েছে। জেসিকা মোস্ট মেনস ম্যাগাজিনের সবচেয়ে যৌন আবেদনময়ীদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠত্ব : সিন সিটি, হানি, দ্য স্লিপিং ডিকশনারি, ডার্ক অ্যাঞ্জেল, পারানয়েড।

এই জুনে হলিউড তার এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ছবি এবং শ্রেষ্ঠ দশজন সুন্দরী ও চৌকস সেলিব্রেটিদের এই তালিকাটি প্রকাশ করেছে যেখানে 'ফ্যানটাসটিক ফোর'-এ জেসিকা এ্যালবা থেকে মি. এন্ড মিসেস স্মিথের অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম রয়েছে।

‘অভিমান বা ক্ষোভ থেকে নয়, ইচ্ছে করেই বিরতি নিয়েছিলাম’

- রোজিনা

রাক্ষুসী ছবিতে রোজিনা ও ফেরদৌস

আশির দশকের সাড়া জাগানো নায়িকা রোজিনাকে আবার পর্দায় দেখা যাবে। দীর্ঘ ১২ বছর পর রোজিনা অভিনয় করছেন মতিন রহমানের ‘রাক্ষুসী’ ছবিতে। কাজী নজরুল ইসলামের ‘রাক্ষসী’র’ চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন আহমেদ জামান চৌধুরী। ঢাকার ছবিতে রোজিনা সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন ১৯৯৪ সালের মে মাসে। তার অভিনীত সেই ছবির নাম ‘ডিসকো বাইদানী’। আর কোলকাতায় রোজিনা প্রথম অভিনয় করেছেন অনুপ সেনগুপ্তের ‘বাংলার বধূ’ ছবিতে। দুই বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী এখন শুটিং করছেন হোতাপাড়ার খতিব খামারবাড়িতে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে রোজিনা বললেন, ভালো গল্পের সুনির্মিত ছবি হলে নিয়মিত অভিনয় করবো।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এতোদিন চলচ্চিত্র থেকে দূরে ছিলেন কেন? কোনো অভিমান ছিল কি?

রোজিনা : কোনো অভিমান বা ক্ষোভ থেকে আমি অভিনয় ছাড়িনি। ইচ্ছে করেই অভিনয়ে বিরতি নিয়েছিলাম। আমি কখনোই বলিনি আর ফিল্ম করবো না।

২০০০ : দর্শক আপনাকে মিস করেছেন।

রোজিনা : আমিও তাদের মিস করেছি। কিন্তু মাঝে কাজ করার ইচ্ছে নিয়ে দেশে এসেছিলাম। ছবির পরিবেশের কথা শুনে হতাশ হয়ে ফিরে যাই।

২০০০ : লন্ডনে এ সময়টায় আপনি কেমন ছিলেন?

রোজিনা : অবশ্যই ভালো ছিলাম। ভালো কাটিয়েছি। লন্ডন ঠান্ডার দেশ। ব্যবসা আর কোলকাতায় ছবি করা নিয়ে ভালোই কাটিয়েছি।

২০০০ : দীর্ঘদিন পর আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন, অনুভূতি কেমন?

রোজিনা : অনুভূতি তো খুবই ভালো। এক কথায় বলতে পারি, এটা আমার অনেক দিনের আরাধ্য চরিত্র। একটু খোল সা করে দিই। এই ‘রাক্ষুসী’ গল্পটার কথা আমাকে চাষী নজরুল ইসলাম বলে ছিলেন। তখন দু’জনে প্ল্যান করেছিলাম, এটাকে টেলিফিল্ম বানাবো। নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। ২০০৪ সালের অক্টোবরে চাষী ভাইকে আমি বললাম, রাক্ষুসী নিয়ে ছবি বানানো যায় কি না। চাষী ভাই বললেন, কেন নয়! অবশ্যই করা যায়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, চাষী ভাইয়ের সঙ্গে ছবিটি করা হয়নি। কারণটি আমি বলতে চাই না। তারপর মতিন রহমানের রাক্ষুসী ছবির অফার। ইমপ্রেসের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতেই অভিনয় করা।

২০০০ : একটা সময় ছিল শাবানা আর আপনার মধ্যে তুমুল পর্দাযুদ্ধ।

রোজিনা : সে সময়টা এনজয় করেছি। আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর সময়ে টানা ৪-৫ বছর সর্বাধিক ছবির নায়িকা হয়েছি দর্শকের ভালোবাসায়। আমিই সম্ভবত সেই ভাগ্যবতী অভিনেত্রী, যে অল্প সময়ে অনেক ছবিতে অভিনয় করেছি।

২০০০ : মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা কত?

রোজিনা : ঢাকা, কোলকাতা আর পাকিস্তানে আমার তিন শতাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে। যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘হামসে হ্যায় জামানা’তে অভিনয়ের জন্য আমি পাকিস্তানে একটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।

২০০০ : কোলকাতায় আপনার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা কত?

রোজিনা : সম্ভবত ১৪টি, আসলে গুনে রাখা হয়নি।

২০০০ : যেখানে আপনার উত্থান, সেই এফডিসির কথা কি ভুলে গেছেন?

রোজিনা : দেখুন, আমার প্রথম জন্ম আমার মায়ের পেটে। দ্বিতীয় জন্ম এই এফডিসির সূতিকাগারে এটা আমি কোনো দিনই ভুলবো না। এখান থেকেই আমি রোজিনা হয়ে উঠি। এই যে আপনারা কষ্ট করে ভালোবেসে আমার কাছে এসেছেন, এটা কিন্তু আমি রোজিনা হয়েছি বলেই। এই যে হাজার হাজার দর্শক এখনও মনে রেখেছেন, এটা ইন্ডাস্ট্রির কারণে। সেই ইন্ডাস্ট্রিকে ভুলি কী করে?

২০০০ : সাম্প্রতিক সময়ে এফডিসিতে গিয়েছেন?

রোজিনা : না, যাওয়া হয়নি। ’৯৪ সালে শেষ শুটিং করেছি। তারপর আর এফডিসিতে যাওয়া হয়নি। এর কোনো কারণ কিন্তু নেই। এমনিতেই যাওয়া হয়নি। তবে মাঝেমধ্যে মনে এসেছে আবার এফডিসিতে যখন যাবো তখন ভালো কাজ, ভালো ছবি করতে সেখানে যাবো।

২০০০ : ঢাকার বর্তমান ছবিগুলো কি দেখা হয়?

রোজিনা : আসলে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখা হয়নি এ সময়ে। তবে টেলিভিশনের পর্দায় কিছু ছবির কিছু অংশ দেখেছি। সম্পূর্ণ ছবি বলতে ‘শাস্তি’ দেখেছি। চাষী ভাই অপূর্ব একটি ছবি বানিয়েছেন। পত্রপত্রিকা পড়ে এটা জেনেছি যে, এখন ভালো ছবি খুব কম হচ্ছে। কিছু কিছু ভালো থাকলেও তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। এটা দুঃখজনক।

২০০০ : ফেরদৌসের সঙ্গে কাজ করতে কেমন লাগছে

রোজিনা : ফেরদৌস খুব ভালো অভিনয় করে। আমার এতো জুনিয়র কিন্তু ওর আন্তরিক ব্যবহারে মনেই হয় না, কোনো জুনিয়রের সঙ্গে কাজ করছি। ও ভালো কো-আর্টিস্ট।

মুর্তজা বশীরের একক প্রদর্শনী

পাঁচ দশকের অধিক সময় জুড়ে একাগ্র শিল্পচর্চায় এ দেশের চারুকলার জগতে যিনি ক্রমাগত সমৃদ্ধ করেছেন, আমগ্ন নিষ্ঠাবান সাধনা দ্বারা অনুপ্রানীত করেছেন বহু শিক্ষার্থী ও শিল্পীকে। তিনি শিল্পী মুর্তজা বশীর। আপন সৃষ্টিশীলতার বিfতি দ্বারা আলোকিত করে চলেছেন আমাদের শিল্পfবন। এই শিল্পীর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস আয়োজন করছে ‘মুর্তজা বশীর’। শিল্প-অন্বেষায় ৫ বছর’ শীর্ষক পক্ষকালব্যাপী একক প্রদর্শনী। ১৭ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে তার আঁকা শিল্পকর্ম নিয়ে পক্ষকালব্যাপী একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে। প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

একুশে টিভির কর্মশালা

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একুশে টেলিভিশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'টিভি জার্নালিজম ফর চিলড্রেন' শীর্ষক ৭ দিনব্যাপী শিশু-কিশোরদের বিশেষ সংবাদিকতার প্রশিক্ষণ। একুশে টেলিভিশন ও সারাহ কমিউনিকেশন যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান

প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিত ছিলেন তৌফিক ইমরোজ খালেদি, একুশে টিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, রাহাত খান, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল

আব্দুস সালাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও সাহিত্যিক রাহাত খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্ত খবরের প্রধান উপদেষ্টা ও একুশে টেলিভিশনের সাবেক বার্তা সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, হেড অব স্ট্রাটেজি এন্ড পলিসির তৌফিক ইমরোজ খালেদি এবং একুশে টেলিভিশনের কমিশনিং এডিটর সাগরদ্বীপা গুহরায় প্রমুখ। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ৩০ জন।

স্মারক স্বাক্ষর

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ উপলক্ষে সম্প্রতি এনটিভির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির নির্বাহী পরিচালক হাসনাইন খুরশেদ, এমডি এনায়েতুর রহমান, ক্যাটালিস্টের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক পিটার রোগেক্যাম্প, সার্ভিস বিভাগের ব্যবস্থাপক মনীষ পান্ডে এবং মিডিয়া কনসালট্যান্ট অভীক রহমান

ক্যাটালিস্টের। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এনটিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনায়েতুর রহমান এবং ক্যাটালিস্টের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক পিটার রোগেক্যাম্প। এছাড়াও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির নির্বাহী পরিচালক হাসনাইন খুরশিদ, নির্বাহী প্রযোজক পারভেজ চৌধুরী, ক্যাটালিস্ট সার্ভিস বিভাগের ব্যবস্থাপক মনীশ পান্ডে এবং মিডিয়া কনসালট্যান্ট অভীক রহমান।

জুটন চৌধুরী, i"হুল তাপস

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** ১০ আগস্ট বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ বক্তৃতা। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে এবারের বক্তৃতার বিষয় হলো 'নাগরিক অধিকারের খুঁটিনাটি'। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক ড. ফস্টিনা প্যারেরা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এরই ধারাবাহিকতায় এ সপ্তাহে দেখানো হবে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
১১ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	মাই ওয়াইফ ইজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস
১২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	লাস্ট টাঙ্গু ইন প্যারিস
১৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	ক্রেম্যার ভার্সেস ক্রেম্যার
১৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	সিটিজেন ক্যান
১৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা	এ ওম্যান ইন প্যারিস

- **মহিলা সমিতি :** ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে মঞ্চায়ন হবে আরণ্যকের নাটক 'ময়ূর সিংহাসন'।
- **নাটমন্ডল :** নাটমন্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের আয়োজনের ১২ আগস্ট মঞ্চায়ন হবে হ্যারেল্ড পিটারের 'দি লাভারস।' সুদিপ্ত রায়ের অনুবাদে নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন সুমায়রা রহমান শান্তা।
- **টুইন টাওয়ার :** টুইন টাওয়ার কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে দেশীয় সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য-এই দুইয়ের মিলনে সঞ্চিতা বুটিকস ও শাড়ি ঘরের বর্ষা আয়োজন। এ আয়োজনে উপস্থিত থাকছেন মডেল ও অভিনয় শিল্পীরা। এ আয়োজন চলবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।
- **জাতীয় জাদুঘর :** ১০ আগস্ট জাতীয় জাদুঘরের শহীদ জিয়া মিলনায়তনে বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে প্রদর্শিত হবে স্থপতি মাযহার ল ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রামান্যচিত্র 'তিনি'। প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেচেন স্থপতি এনামুল করিম নির্ঝর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপাক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

সঙ্গীতে ফকির আলমগীরের ৪০ বছর

৩০ জুলাই শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীরের সঙ্গীত জীবনে ৪০ বছর পদার্পণ উপলক্ষে একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী। নাট্যব্যক্তিত্ব আতিকুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলিম শরাফী। সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পী ফকির আলমগীর তার জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে শোনান উপস্থিত শ্রোতাদের। উল্লেখ্য, ফকির আলমগীর গণমানুষের গান করে দেশে এবং দেশের বাইরে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ গানের মরুভূমিতে দেশজ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা গানে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন তিনি। সঙ্গীতাঙ্গনে তার পদচারণা ছেলেবেলা থেকেই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান এবং এ সময় ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী ও গণশিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শব্দ সৈনিক হিসাবে বাংলাদেশ বেতারে যোগ দেন। ফকির আলমগীর সঙ্গীতজীবনে ৩৯ বছর অতিক্রমকালে মঞ্চে গান করার পাশাপাশি অডিও মাধ্যমেও পেয়েছেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এ পর্যন্ত তার অডিও অ্যালবামের সংখ্যা ২৫টি। ৪টি লং প্লে, ১০টি ভিসিডি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এ পর্যন্ত তিনি একুশে পদক, ভাসানী পদক, শেরেবাংলা পদকসহ অনেক সম্মানিত পদক অর্জন করেন। সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি ১৯৭৬ সালে তিনি গঠন করেন ঋষিজ শিল্প গোষ্ঠী। সংগঠনটি সংগঠিত হওয়ার পর থেকে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছেন। ফকির আলমগীরের এই দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনের অনেক গানই এখনও মানুষের মুখে মুখে ফিরে ।